গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের নভেম্বর ২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: আঃ গাফ্ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩)।
তারিখ ও সময়	: ২২.১১.২০১৭ খ্রিঃ, বিকালঃ ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (মনিটরিং ও সমন্বয়) গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২. সভাপতি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের নিকট আরো সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ইনোভেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে; যার মধ্যে দুটি প্রকল্প শীঘ্রই রেপ্লিকেশনে যাচ্ছে। এ বিভাগে আরো ভাল ভাল প্রকল্প রয়েছে। তবে সেগুলি বিভিন্ন কারণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ইনোভেশন সংক্রান্ত গত সভায় ছক আকারে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরিত ছক অনুসারে সাজানোর নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ছকটি অতিসত্ত্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রেরণেরও নির্দেশ দেন। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলো সামনে রেখে এদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা আরো সহজীকরণ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিস্টেম এনালিস্টকে দ্রুত মন্ত্রণালয়ের স্টাফদের ডাটাবেজ তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৩. **রেপ্লিকেশনের ডিও লেটার প্রেরণ:** সভাপতি রেপ্লিকেশনের জন্য উপজেলা বাছাই সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (মনিটরিং ও সমন্বয়) জানান রাজশাহীর পুঠিয়ায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশে রেপ্লিকেশনের জন্য দুর্গম স্থান বাছাইয়ের নিমিত্তে দেশের ৬৪ জন জেলা প্রশাসক-কে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত ডিও লেটার ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব মহোদয় দেশের সকল জেলা প্রশাসকের সাথে টেলিফোনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

০৪. **শোকেসিং ওয়ার্কশপ:** সভাপতি শোকেসিং ওয়ার্কশপের জন্য সকল প্রকল্পের একটি তালিকা তৈরি এবং সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান, ইনোভেশন টিমের সদস্য এবং ইনোভেটরদের সমন্বয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে একটি সভা আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত সভায় শোকেসিং'র জন্য প্রকল্প বাছাই করা হবে।

০৫. জনাব জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (মনিটরিং ও সমন্বয়) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম আগত অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়মিত ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান ও সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগত প্রতিনিধিবৃন্দ অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের মাসিক ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার কার্যবিবরণী শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে জানান।

০৬. সভাপতি এটুআই কর্তৃক নির্বাচিত উদ্ভাবনী আইডিয়ার নতুন প্রকল্পগুলো উপস্থাপনের জন্য আগত উদ্ভাবকদের অনুরোধ জানালে নতুন প্রকল্পগুলো সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ক) **মাতৃ-সেবা ঘরে ঘরে:** ডাঃ হাছিবুর রহমান ভূঁইয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, অষ্ট্রগ্রাম, কিশোগঞ্জ, ডাঃ মোঃ ইব্রাহীম টিটন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর নরসিংদী এবং ডাঃ সাইফুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শিবপুর, নরসিংদী যৌথভাবে প্রকল্পটির উদ্যোক্তা। তারা প্রকল্পটির বিস্তারিত বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন, গর্ভবতী মায়ের প্রসবপূর্ব ৪টি অত্যাবশ্যকীয় চেক-আপের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে না আসার কারণ হিসাবে অসচেতনতা, কুসংস্কার, মোটিভেশনের অভাব, স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ঘাটতিকে চিহ্নিত করেন। এর ফলে গর্ভজনিত জটিলতা অনিরূপিত থাকায় প্রসবজনিত জটিলতা, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস পাচ্ছে না। যা ২০৩০ সালের মধ্যে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা '' অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বর্ণিত সমস্যার সমাধা কল্পে তারা জানান, সকল মাকে প্রসবপূর্ব অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা দিতে হলে প্রথমে তাঁদের নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সহকারীদের এবং সিএইচসিপি'র সহায়তায় গর্ভবতী মায়ের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা হবে। উক্ত রেজিস্ট্রেশনে তাদের বিস্তারিত ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর থাকবে এবং এর ভিত্তিতে একটি "ডাটাবেজ"তৈরি করা হবে। স্বাস্থ্য সহকারীদের প্রয়োজনীয় মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ দিয়ে গর্ভবতী মায়ের অত্যাবশকীয় ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ প্রসবপূর্ব চেক-আপ মায়ের নিজ বাড়ীতে সম্পন্ন করা হবে এবং আয়রন-ফলিক এসিড বড়ি প্রদান করা হবে। চেক-আপের সময় মা এবং পরিবারের লোকজনকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝানো ও উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং পুষ্টি, টিকা দান, প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হবে; গর্ভকালীন সময়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হবে। রেফার্ডকৃত গরীব মায়েদের আর্থিক সহায়তার জন্য রোগী কল্যাণ সমিতির সহায়তা নেয়া হবে।

তারা আরো জানান, আইডিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন খরচ ও ভোগান্তি থাকবে না। এতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বাড়বে, মার্তৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কমবে, গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতা কমবে, শিশুর জন্মগত ত্রুটির হার কমবে, ১০০% টিকাদান নিশ্চিত হবে এবং এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় নিশ্চিত জন্ম নিবন্ধনের ফলে দূর ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহ রোধ হবে।

- জনাব আমিনুল ইসলাম, পরিচালক, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বাস্থ্য সহকারী এবং সিএইচসিপি'র গর্ভবতী মায়েদের বাড়ি বাড়ি চেকআপের জন্য সময়মত যাওয়াকে নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেন।

- জনাব খলিলুর রহমান, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩) শিশুদের ওজন ও উচ্চতা মাপা যন্ত্রের প্রাপ্যতা এবং প্রকল্প এলাকায় অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

- জনাব এ, ওয়াই, এম জিয়াউদ্দিন আল মামুন, উপপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী নিশ্চিত করার বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

খ) **পৃথক ওয়ার্ড নির্ধারণ করে মানসম্মত বিশেষ সেবা নিশ্চিতকরণ** : ডাঃ মোঃ জসিম উদ্দীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দোহার, ঢাকা, ডাঃ মোয়াজ্জেম আলী খান চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার, সিলেট যৌথভাবে প্রকল্পটির উদ্যোক্তা। তারা জানান, বিদ্যমান ব্যবস্থায় গর্ভবতী মা এবং প্রসূতি হাসপাতালে আসার পর ভর্তিযোগ্য হলে ভর্তির পর ইনডোরে আসেন, যেখানে অন্যান্য সাধারণ রোগীদের সাথে তাকে রাখা হয়। পৃথক ওয়ার্ড না থাকার কারণে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোসহ প্রাইভেসি বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি অন্যান্য সাধারণ ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগির সাথে সহাবস্থান করার কারণে মা ও শিশুর সংক্রমিত হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে রোগী ও তার স্বজনদের হাসপাতালে বেশি সময় অবস্থান করতে হয় এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। পাশাপাশি মা ও নবজাতকের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। ফলে হাসপাতালে সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়।

ধারণাটি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যমান অবকাঠামোর মধ্যে পৃথক ওয়ার্ড নির্ধারণ হবে; স্থানীয় ভাবে প্রয়োজনীয় রোগীর বিছানা সংগ্রহ করা হবে; স্থানীয় ভাবে প্রয়োজনীয় জনবল (আয়া ও ওয়ার্ড বয়) নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে; স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত জনবলের সম্মানী স্থানীয় ভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে; উপজেলা পরিষদ, এনজিও এবং কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় ও প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ করা হবে এবং এছাড়াও প্রাইভেসিযুক্ত স্বস্তিদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং জীবাণুর সংক্রমণ হতে মা ও নবজাতকে রক্ষা পাবে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা নিতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

- সভাপতি প্রকল্পটি টেকসই করার জন্য SIF Fund এর জন্য এটুআই এর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

- জনাব ডাঃ এবিএম পারভেজ রহিম, উপ-সচিব, মানব সম্পদ SSP Challenge Fund এবং SIF Fund কিভাবে পাওয়া যাবে তা সভাকে অবহিত করেন।

গ) **পেনশন নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ:** ডাঃ নজীব আহমেদ, উপ পরিচালক, পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, ডাঃ হিমাংশু বিমল রায়, সহকারী পরিচালক (ডেন্টাল), পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় ঢাকা বিভাগ, ঢাকা প্রকল্পটির যৌথ উদ্যোক্তা। তারা জানান, অবসরের পর একজন পেনশন প্রাপ্তির অধিকারী ব্যক্তি তার শেষ সম্বল পেনশন লাভের জন্য পেনশন মঞ্জুরির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনকভাবে দেখা যায় ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ আবেদন থাকায় তা মঞ্জুর হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং একাধিক বার বিভাগীয় অফিসে যাতায়াত করতে হয়। যার ফলে খরচ ও যাতায়াতের সময় বেড়ে যায়। এছাড়া আবেদন নথিতে অন্তভুর্ক্তি ও প্রসেসিং এ সময় নষ্ট হয় এবং অনেকক্ষেত্রে ডাটা/তথ্য থাকে না। আবার কখনো কখনো নির্ধারিত সময়ে ফর্ম (সংযোযনী) এবং কর্তৃপক্ষের নামযুক্ত সিল/সই না থাকায় সংশোধনসহ পুনঃদাখিল করতে হয়। এক কথায় পেনশন মঞ্জুরির আদেশ প্রদানে অনেক সময় ব্যয় হয়। ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদন ও নথিতে অন্তর্ভুক্তির প্রসেসিংয়ের কারণে TCV বেড়ে যায়।

তারা এ সমস্যার সমাধান করার উপায় তুলে ধরে বলেন, পেনশন আবেদন প্রাপ্তির তারিখ ও মঞ্জুরির তারিখ রেকর্ড করার জন্য ১টি পেনশন রেজিস্টার চালু করা যেখানে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি ডেস্কে গ্রহণ ও উদগীরণের সময় ও তারিখ লিপিবদ্ধ থাকবে; নথি প্রসেসের সময় কাজের নিমিত্তে পার্ট ফাইল নামে একাধিক নথির ব্যবস্থা করা হবে; পেনশন আবেদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের (সংযোজনী) ১টি তালিকা জেলা উপজেলায় প্রেরণ (ই-মেইলের মাধ্যমে) করা হবে; জেলা পর্যায়ের ১ জন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আবেদন যাচাই বাছায়ের এর জন্য সিভিল সার্জন কর্তৃক দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে; দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সময় সময় পেনশন ফাইলটি অবলোকন করবেন; ত্রুটি ও ও সম্পূর্ণ আবেদন ইমেইল অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাকে জানানো হবে; আবেদন পত্রের সাথে মোবাইল নম্বর প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। তারা পেনশনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কমিটি গঠনের কথাও উল্লেখ করেন। তারা আরো জানান, আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে সময় লাগত ২০-৩০ দিন, আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে সময় লাগবে ১০-১৫ দিন এবং সেই সাথে যাতায়াত কমে যাবে ২ বার।

- জনাব খলিলুর রহমান, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩) জানান, যথাসময়ে পেশন নিষ্পত্তির বিষয়টি APA বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এর জন্য নম্বরও রাখা আছে। তিনি প্রকল্পটি গ্রহণের ক্ষেত্রে APA'র আবশ্যকীয় কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

- জনাব, ডাঃ একেএম পারভেজ রহিম, উপ-সচিব (মানব সম্পদ) জানান, পেনশনের উপর অর্থ মন্ত্রণালয় একটি Apps তৈরি করেছে। তিনি সেটি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন এবং পেনশনের উপর প্রশিক্ষণ দরকার হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন।

- সভাপতি পেনশন প্রাপ্ত ব্যক্তির কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করার জন্য কমিটি গঠনের ব্যাপারে সরকারের অনুমোদন না থাকার বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন। পেনশনে যাওয়ার দু'মাস পূর্বে পেনশন ভোগ করতে যাওয়া ব্যক্তিকে একটি প্রয়োজনীয় কাগজের চেকলিস্টসহ এসএমএস (SMS) এর মাধ্যমে সচেতন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং প্রকল্পটিকে আরো আধুনিকীকরণ ও সহজীকরণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

ঘ) **গর্ভবতীর রেজিস্ট্রেশন এবং গর্ভধারন সময় থেকে Delivery এর সময় পর্যন্ত ANC নিশ্চিত করাঃ** ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান অসচেতনতা, অজ্ঞতার তদুপরি পারিবারিক অসহযোগিতা কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীতে গর্ভবতীর অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি করা উপায় হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, স্বাস্থ্য ফর্ম বা স্বাস্থ্য বার্তার মাধ্যমে বাস্তব সম্মত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার, অজ্ঞতা দূর করা, প্রাতিষ্ঠানিক Delivery-তে উৎসাহ প্রদান, প্রয়োজনে রাষ্টীয় ভাবে গর্ভবতীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, উপজেলা পর্যায়ে জরুরী গর্ভবতী সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সুযোগ নিশ্চিত করা ও বাড়ীতে প্রসব করানোর প্রক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করা। তিনি জানান, জরুরি মাতৃসেবা নিশ্চিত করার জন্য জনপ্রতিনিধি এবং জনপ্রশাসনকে সংযুক্ত করতে হবে এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স/ভ্রাম্যমাণ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

নিশ্চিত করতে হবে, যাতে দূরদূরান্ত থেকে গর্ভবতীকে জরুরি ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা যায়। এসকল কাজে FWA এবং স্বাস্থ্য সহকারী সহায়তা করবে। ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াত কমবে, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়বে, প্রসবকালীন মা ও শিশুর জটিলতা কমবে, ১০০% টীকাদান সম্পন্ন হবেও জন্মের প্রথম ঘন্টার মধ্যে Breast Feeding শুরু সম্ভব হবে।

- জনাব এ, ওয়াই, এম জিয়াউদ্দিন আল মামুন, উপপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট মহিলা ডাক্তারদের মাধ্যমে ডেলিভারী করার জন্য অনুরোধ জানান। জনাব ডাঃ একে এম পারভেজ রহিম মহিলা ডাক্তার না থাকলে মহিলা এটেনডেন্ট রাখার জন্য অনুরোধ জানান।

০৭. **হেল্প ডেস্ক চালু:** সভাপতি জানান, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দাপ্তরিক প্রয়োজনে সচিবালয়ে প্রবেশ করে কাঙ্খিত দপ্তর পেতে সমস্যা হয়। তিনি দর্শনার্থীদের তথ্য প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি হেল্প ডেস্ক চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৮. সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র: নং	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০৮.১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহকে প্রতিমাসে নিয়মিত ইনোভেশন সংক্রান্ত মাসিক সভা করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ
০৮.২	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে চলতি অর্থ বছর ০২ (দুই) ও ০৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	মানব সম্পদ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
০৮.৩	ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরকে চলতি অর্থ বছর ০২ (দুই) ও ০৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ
০৮.৪	ইনোভেশন প্রকল্পগুলোর একটি নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহাপরিচালকগণ ও ইনোভেটরদের সমন্বয়ে ইনোভেশন প্রকল্পগুলো বাছাই করার নিমিত্তে ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসে শোকেসিং এর পূর্ব প্রস্তুতিমূলক একটি সভার আয়োজন করতে হবে;	সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম
০৮.৫	উজিরপুর, বরিশালের সরকারি হাসপাতালে বহি: বিভাগে সেবা সহজীকরণ প্রকল্পের আওতায় জনপ্রতি তিন টাকা হার টিকিট বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত ডিও লেটার প্রেরণ করতে হবে ;	সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম
০৮.৬	পুঠিয়া, রাজশাহীর মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর প্রকল্পটি দেশের সকল জেলা/উপজেলার দুর্গম ইউনিয়ন বাছাই করে তালিকা প্রেরণের জন্য ৬৪ জন জেলা প্রশাসককে তাগিদ দিতে হবে।	চীফ ইনোভেশন অফিসার
০৮.৭	সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অভ্যন্তরীণ Human Resource সংক্রান্ত Database Software প্রস্তুত করবেন;	সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল
০৮.৮	দর্শনার্থীদের সেবা সহজীকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় একটি হেল্প ডেস্ক তৈরি/খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপসচিব (প্রশাসন-১ ও প্রশাসন-২)

০৯. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ৩০.১১.২০১৭
(আঃ গাফ্ফার খান)
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

নং- ৪৫.১৪১.০৯৩.০০.০০.০০৮.২০১৬-৩৭৪

তারিখঃ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
০৩ ডিসেম্বর ২০১৭

সভার কার্যবিবরণী সদয় অগ্রাতিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. উপসচিব, প্রশাসন-৩ (কাউন্সিল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা
২. উপসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা
৩. উপসচিব, মানবসম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১/২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা
৫. উপপ্রধান (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬. ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা
৭. সিনিয়র সহকারী সচিব, নার্সিং-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৯. জনাব অশোক বিশ্বাস, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েট, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১০. ইনোভেশন অফিসার (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর), ঢাকা।
১১. ইনোভেশন অফিসার (স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট), তোপখানা রোড, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. ইনোভেশন অফিসার, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
১৩. ইনোভেশন অফিসার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
১৪. ইনোভেশন অফিসার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১৫. ডা: হিমাংশু বিমল রায়, সহকারী পরিচালক (ডেন্টাল), পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ।
১৬. ডা: মোশারফ হোসেন, সহকারী পরিচালক, IHT ফৌজদার হাট চট্টগ্রাম।
১৭. ডা: মোয়াজ্জেম আলী খান চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্মতা, বিয়ানীবাজার, সিলেট।
১৮. ডা: মোহাম্মদ ইব্রাহীম টিটন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্মতা, সদর, নরসিংদী।
১৯. ডা: হাছিবুর রহমান ভূইয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্মতা, অস্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
২০. ডা: সাইফুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্মতা, শিবপুর, নরসিংদী।
২১. ডা: মো: জসিম উদ্দীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, দোহার, ঢাকা।
২২. ডা: মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।
২৩. জনাব সাধন চন্দ্র সরকার, ডোমেইন এক্সপার্ট, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম, কুমিল্লা (বর্তমানে এটুআই প্রোগ্রামে সংযুক্ত)।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।

(মো: খলিলুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd